সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬৩
WEEKLY BOOKLET: 363

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"ফয়যানে নামায" এর একটি অংশের নামকরণঃ

নামায থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী বস্তু

পোশাকের প্রভাব অন্তরে পড়ে থাকে? ০২
পাখি পোষা কেমন? ০৬
উপার্জনে বরকত লাভের শক্তিশালী উপায় ০৭
বান্দা কেন রাকাত ভুলে যায়? ১০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নামায

থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী বস্তু [১]

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই **"নামায থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী বস্তু"** নামক পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে গভীর মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করার সৌভাগ্য দান করো এবং তাকে তার পিতা-মাতা সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহে পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নামাযের পর হামদ্ ও ছানা এবং দরূদে পাঠকারীদের ইরশাদ করেন: "দোয়া করো কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো প্রদান করা হবে।"

(নাসায়ি, পৃষ্ঠা: ২২০, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বিষয়বস্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "ফয়যানে নামায" কিতাবের ৩২২ থেকে ৩৩৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

ডিজাইন বিশিষ্ট চাদরে নামায?

"বুখারী শরীফে" রয়েছে: উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হতে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নকশা বিশিষ্ট চাদর পরিধান করে নামায পড়ছিলেন, এই চাদরের নকশার (ডিজাইনের) উপর দৃষ্টি পড়লো, যখন নামায শেষ করলেন তখন ইরশাদ করলেন: "আমার এই চাদর আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আবু জাহম থেকে আমবিজানিয়ার চাদর নিয়ে এসো, কেননা এই (ডিজাইন বিশিষ্ট) চাদর এখনই আমাকে নামায থেকে বিরত রেখেছে।" অপর একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে "আমি নামাযেই এর নকশা (অর্থাৎ ডিজাইন) দেখতে লাগলাম, তখন আমার ভয় হলো যে, এটা আমার নামায নষ্ট করে দিবে।" **(বুখারী, ১/১৪৯, হাদীস ৩৭৩)**

পোশাকের প্রভাব অন্তরে হয়ে থাকে

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উক্ত হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: আরবে খামিসা নকশা বিশিষ্ট (অর্থাৎ ডিজাইন) চাদরকে বলা হয়, এটা উলের কালো চাদর ছিলো, যা আবু জাহম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপহার স্বরূপ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করেছিলো, তা জড়িয়ে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায পড়ছিলেন। আমবিজানিয়া সিরিয়ার একটি বসতীর নাম, যেখানে সাদা চাদর তৈরি হতো, সেই দিকেই এই ইঙ্গিত ছিলো। যেমন; আমাদের এখানে ভাগল, বোরিয়া, সুতার মসলিন বা লাইলপুরি কাপড় বেশী প্রসিদ্ধ। যেহেতু চাদর ফেরত দেয়া আবু জাহম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট অপছন্দ হতো, তার মনতুষ্টি করার জন্যে এর পরিবর্তে অন্য চাদর চাইলেন। সুফীগণ

www.dawateislami.net

বলেন: পোশাকের প্রভাব অন্তরে পড়ে থাকে, বিশেষ করে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অন্তরকে খুব দ্রুত প্রভাবিত করে থাকে, যেমন; সাদা কাপড়ে কালো দাগ সামান্য হলেও তা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। এটা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মসজিদের মেহরাব সাদাসিধে হওয়া উত্তম, যেনো নামাযীদের মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়। কিছু সূফিয়ায়ে কিরাম নকশা অঙ্কিত জায়নামাযের পরিবর্তে সাধারণ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া উত্তম মনে করতেন, তাদের ভিত্তি এই হাদীসের উপর। মনে রাখবেন যে, এসব কিছু আপন উম্মতের শিক্ষার জন্যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়ারিদাত (পবিত্র কলব মুবারকের অবস্থা) ভিন্ন, কখনো কাপড় ডিজাইনের কারণে বিনয় ও একাগ্রতা কমে যাওয়ার ভয় হয় আর কখনো জিহাদের ময়দানে তরবারির ছায়ায় নামায পড়েন এবং একাগ্রতায় কোন প্রভাব পড়ে না, কখনো মানবীয়তা আর কখনো নূরানিয়্যতের বহিঃপ্রকাশ।

(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৪৬৬)

ডিজাইন বিশিষ্ট পোশাকে নামায জায়িয

হে আশিকানে রাসূল! এর দ্বারা কেউ এরূপ মনে করবেন না যে, রঙ্গিন বা ডিজাইন বিশিষ্ট পোশাকে নামায পড়াই নাজায়িয! মাসআলা হলো, পোশাকে ডিজাইন হোক বা পকেটে কোন ভারী জিনিস বা যে কোন বস্তু যা নামাযের বিনম্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম এবং সাওয়াবের কাজ।

নতুন না-লাইনে শরীফ

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার নতুন না-লাইন শরীফ অর্থাৎ জুতা মুবারক পরিধান করেন, তা তাঁর ভাল লাগলে কৃতজ্ঞতার সেজদা

www.dawateislami.net

আদায় করেন এবং ইরশাদ করেন: আমি আমার প্রতিপালকের সামনে বিনয়ী হয়েছি, যেন তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহিরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হওয়া ভিক্ষুককে সেই জুতা মুবারক দিয়ে দিলেন। অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "আমার জন্য পুরোনো নরম চামড়ার না-লাইন (অর্থাৎ জুতা) কিনে নিয়ে আসো।" অতঃপর তা পরিধান করলেন। **(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৫০৯)**

স্বর্ণের আংটি

পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে স্বর্ণের একটি আংটি ছিলো, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী মিম্বর শরীফে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় আংটি খুলে ফেললেন এবং ইরশাদ করলেন: "এটি আমাকে ব্যস্ত করে দিয়েছে, আমার একটি দৃষ্টি এর দিকে ছিলো আর একটি দৃষ্টি তোমাদের দিকে (অর্থাৎ উপস্থিতিদের দিকে)।"

(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৫০৯)

স্বর্ণ পুরুষদের জন্যে হারাম

হে আশিকানে রাসূল! পূর্বেকার পুরুষদের জন্যে স্বর্ণ জায়িয ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান হাতে রেশম নিলেন এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিলেন অতঃপর ইরশাদ করলেন যে, "এই দুইটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম।"

(আবু দাউদ, ৪/৭১, হাদীস ৪০৫৭) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪২৪)

www.dawateislami.net

স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলো (ঘটনা)

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখলে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং এরূপ ইরশাদ করলেন যে, "কেউ কি নিজের হাতে কয়লা রাখে!" যখন হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চলে গেলেন, তখন কেউ বললো তোমার আংটিটি উঠিয়ে নাও এবং অন্য কোন কাজে লাগাও। সে বললো: আল্লাহর শপথ! আমি তা কখনো নিবো না, যা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফেলে দিয়েছেন। **(মুসলিম, ৮৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস, ৫৪৭২)**

হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী,
সব সাহাবীয়্যাত ভী জান্নাতী জান্নাতী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাখির প্রতি ভালবাসার শাস্তি (ঘটনা)

এক আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী ব্যক্তি) কোন এক জঙ্গলে দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহ পাকের ইবাদত করেছে। সে একদিন কোন একটি পাখিকে নিজের বাসায় চেঁচামেচি করতে দেখে মনে মনে বললো: কতই না ভাল হতো, যদি আমি ইবাদতের জন্যে সেই গাছের নিচে স্থান বানিয়ে নিই, যাতে এই পাখির আওয়াজ শুনে মুগ্ধ হতে থাকি। অতঃপর সে এমনই করলো, তখন আল্লাহ পাক সেই সময়ের নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন: অমুক আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী ব্যক্তিকে) বলে দাও: "তুমি সৃষ্টির প্রতি মুগ্ধ হয়েছো (অর্থাৎ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছো) তাই আমি তোমার মর্যাদাকে এমনভাবে কমিয়ে দিয়েছি যে, এখন আর কোন আমল দিয়েও তা অর্জন করতে পারবে না।" **(ইহইয়াউল উলুম (উর্দু), ৫/১২১)**

www.dawateislami.net

পাখি পোষা কেমন?

হে আশিকানে নামায! পাখি ইত্যাদি পোষা জায়িয। কিন্তু এই কাজে এতই মনযোগ দেয়া ঠিক নয়, যা নামাযের বিনয় এবং ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটা আবশ্যক যে, খাবার-পানি ইত্যাদি এমনভাবে দেয়া, যাতে তারা কোনভাবেই আপনার কারণে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট না পায়। আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "(পশুদেরকে) দিনে সত্তর (৭০) বার (অর্থাৎ অসংখ্যবার) খাবার খাওয়ান। অন্যথায় পোষা ও ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা কঠিন গুনাহ।" **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৪/৬৪৪)** পশুদের উপর সকল প্রকার অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন, কেননা পশুদের প্রতি অত্যাচার করা মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করার চেয়েও বড় গুনাহ। মুসলমান মামলা মুকাদ্দামা ইত্যাদি করতে পারে, মজলুম পশু অসহায় কার নিকট ফরিয়াদ করবে! এটাও মনে রাখবেন যে, মজলুম পশুর বদদোয়া কবুল হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবী বাগান সদকা করে দিলেন (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের বাগানে নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ একটি ধূসর বর্ণের কবুতর উড়ে বাইরে গিয়ে পথের সন্ধানে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলো, এই দৃশ্য তাঁর খুব ভাল লাগলো, কিছুক্ষনের জন্যে তাঁর দৃষ্টি কবুতরের দিকে নিবদ্ধ হলো, অতঃপর যখন নামাযের দিকে মনোযোগী হলেন তখন স্মরণে এলো না যে, নামায কত রাকাত হয়েছে! তিনি বললেন: আমার সম্পদ (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

বাগান) আমাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে! সুতরাং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বলার পর আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এখন সেই বাগান সদকা, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করে দিন। **(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১০৭, হাদীস ২২৫)**

তাবেয়ী বাগান সদকা করে দিলেন (ঘটনা)

এক তাবেয়ী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের খেজুর বাগানে নামায আদায় করলেন, খেজুরের গাছ ফলের (আধিক্যের) কারণে ঝুঁকে পড়েছিলো, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লে দৃশ্যটা তাঁর ভাল লাগে এবং ভুলে গেলেন যে, কত রাকাত পড়েছেন! তিনি এই ঘটনা আমীরুল-মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে বর্ণনা করে আরয করলেন: এখন সেই বাগান সদকা, একে আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করে দিন। সুতরাং সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তা ৫০ হাজার মূল্যে বিক্রি করে দিলেন।

(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৫১০)

বন্ধু অসন্তুষ্ট হওয়ার ভয় কিন্তু....

হে জান্নাত প্রত্যাশীগণ! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবীয়ে রাসূল এবং তাবেয়ী বুযুর্গের নামাযের একাগ্রতায় তাদের বাগান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তাঁরা তা আল্লাহর পথে সদকা করে দিলেন! !سُبْحٰنَ اللهِ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের নামাযের প্রতি কেমন আগ্রহ ছিলো এবং হায়! আজ আমাদের অবস্থা হলো যে, অধিকাংশ মানুষই নামায ভুলে বসেছে! আযানের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে আহ্বান তো করা হয়, কিন্তু অনুভূতি পর্যন্ত হয় না! যদি কোন দেশের রাষ্ট্রপতি বা কোন মন্ত্রী দাওয়াত কার্ড পাঠিয়ে দেয় তাহলে তার খুশীর অন্ত থাকে না, মানুষের মাঝে এই

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতের কথা বলে বেড়ায় যে, অমুক তারিখ আমি অমুক মন্ত্রীর দাওয়াতে যাবো। আফসোস! দুনিয়াবী শাসকের দাওয়াতে তো গর্ব অনুভূত হয় কিন্তু নামাযের দাওয়াত প্রদানকারী (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন) আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিতির জন্যে মসজিদের দিকে আহ্বান করছে, এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। যদি কোন আত্মীয় বা বন্ধু বিয়ে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়, তবে ইচ্ছা না থাকা সত্বেও দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া হয়, কেননা অনেক সময় এই ভয় থাকে যে, যদি দাওয়াত গ্রহণ করা না হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে! কিন্তু কখনো কি আপনারা এটা চিন্তা করেছেন যে, মুয়াজ্জিনের আহবান: حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ অর্থাৎ "নামাযের দিকে এসো!" শুনে যদি নামাযের দাওয়াত গ্রহণ না করি তবে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন! মনে রাখবেন!

পড়তে হে জু নামায ওয় জান্নাত কো পায়েঙ্গে,
জু বে নামায হে ওয় জাহান্নাম মে জায়েঙ্গে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বিনয় সম্বলিত নামায দুঃখ দূর করে

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ১০৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "রাহে ইলম" এর ৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: শিক্ষার্থীদের জন্যে উচিত নয় যে, তারা দুনিয়াবী কাজে চিন্তা ও দুঃখ করবে, কেননা দুনিয়াবী কাজের চিন্তা করা সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর এবং এর কোন উপকারীতাই নেই, কেননা দুনিয়ার চিন্তা অন্তরকে কালো করে দেয় আর আখিরাতের চিন্তা অন্তরকে নূরানী করে দেয় এবং এই নূরের প্রভাব নামাযে প্রকাশ পায়, কেননা দুনিয়ার চিন্তা তাকে কল্যাণময় কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকে

www.dawateislami.net

আর আখিরাতের চিন্তা তাকে মঙ্গলজনক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এটাও মনে রাখুন যে, নামাযকে বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে আদায় করা এবং ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকা চিন্তা ও পেরেশানিকে দূর করে দেয়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা: ৮৭)

গমে রোজগার মে তু মেরে আশক বেহ রাহে হে,
তেরা গম আগর রুলাতা তো কুচ অউর বাত হুতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

উপার্জনে বরকত লাভের শক্তিশালী উপায়

এই "রাহে ইলম" এর ৯২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রিযিকে প্রশস্ততার অর্থাৎ রোজগারে বরকত লাভের শক্তিশালী মাধ্যম হলো, মানুষ নামাযকে বিনয় ও একাগ্রতা, তা'দীলে আরকান (অর্থাৎ নামাযের ফরয সমূহ ধীরে ধীরে আদায়) করার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সকল ওয়াজিব এবং সুন্নাত ও আদব সমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা। **(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা: ৯২)**

দীর্ঘায়ু পাওয়ার ১০টি উপায়

যে বিষয়াবলী দীর্ঘায়ুর কারণ, তা হলো: (১) নেকী করা (২) মুসলমানকে কষ্ট না দেয়া (৩) বুযুর্গদের সম্মান করা (৪) আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা (৫) প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় এই বাক্যটি তিনবার করে পড়া:

سُبْحٰنَ اللّٰهِ، مِلْءَ الْمِيْزَانِ، وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ، وَمَبْلَغَ الرِّضَا، وَزِنَةَ الْعَرْشِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ،
وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، مِلْءَ الْمِيْزَانِ، وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ، وَمَبْلَغَ الرِّضَا، وَزِنَةَ الْعَرْشِ

(৬) অপ্রয়োজনে সবুজ গাছ কাটা থেকে বিরত থাকা (৭) পরিপূর্ণভাবে সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে অযু করা (৮) বিনয়

www.dawateislami.net

ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়া (৯) একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরা আদায় করা অর্থাৎ হজ্জে কিরান করা (১০) নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই সকল বিষয় বয়স বৃদ্ধির উপায়। **(রাহে ইলম, ৯৫ পৃষ্ঠা)**

বান্দা কেন রাকাত ভুলে যায়?

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন আযান হয় তখন শয়তান পৃষ্ট প্রদর্শন করে বায়ু নির্গত করতে করতে পালিয়ে যায়, যাতে আযান না শুনে, আযানের পর পূনরায় ফিরে আসে। আর যখন "ইকামত" হয় তখনো পালিয়ে যায়, ইকামতের পর এসে নামাযীকে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে এবং তার ভুলে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে বলে: অমুক বিষয়টি মনে করো, এক পর্যায়ে নামাযীর স্মরণ থাকে না যে, সে কত রাকাত পড়েছে? **(বুখারী, ১/২২২, হাদীস ৬০৮)**

আযানে শয়তানকে দূর করার প্রভাব রয়েছে

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এখানে শয়তানের পালিয়ে যাওয়ার প্রকাশ্য অর্থই বুঝাচ্ছে এবং আযানে শয়তানকে প্রতিরোধের প্রভাব রয়েছে এই জন্যেই মহামারীর প্রসার রুখতে আযান দেয়া হয়, কেননা এই মহামারীতে জ্বীনদের প্রাদুর্ভাব থাকে। শিশুদের কানে আযান দেয়া হয়, কেননা তাদের জন্মের সময় শয়তান উপস্থিত থাকে, যার প্রহারের কারণে শিশুরা কান্না করে। দাফনের পর কবরের সামনে আযান দেয়া হয়, কেননা তা মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা এবং শয়তানের প্ররোচনার সময়, এর (অর্থাৎ আযানের) বরকতে শয়তান পালিয়ে যাবে, তাছাড়া মৃত ব্যক্তির অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে, নতুন ঘরে মন লেগে যাবে, মুনকার নাকিরের প্রশ্নের

www.dawateislami.net

উত্তর মনে পড়ে যাবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৪০৯)** (কবরে আযান দেয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে "ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা" ৫ খন্ডে বিদ্যমান রিসালা "إِيْذَانُ الْأَجْرِ فِي آذَانِ الْقَبْرِ" অধ্যয়ন করুন)

নামাযে ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণে এসে যায়

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আগে আরো বলেন: অভিজ্ঞতা হলো যে, নামাযে ঐ সকল বিষয় স্মরণ এসে যায়, যা নামাযের বাইরে স্মরণে আসে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক শয়তানকে মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়েছেন মানুষের পরীক্ষার জন্যে, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, কিন্তু সেই কুমন্ত্রণা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় না। উচিৎ হলো যে, সেই কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা, নামায পড়তে থাকা, মাছির কারণে খাবার ছেড়ে না দেয়া। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৪১০)**

শয়তান সম্পদের সন্ধান দিয়ে দিলো (ঘটনা)

এক ব্যক্তি সম্পদ মাটি চাপা দিয়ে ভুলে গেলো এবং সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হলো, তিনি বললেন: সারারাত নফল নামায পড়ো, তোমার মনে পড়ে যাবে। সেই ব্যক্তি নামায পড়া শুরু করে দিলো, তখনো কয়েক রাকাত পড়েছে মাত্র, তার স্মরণে এসে গেলো (তখন সে নফল নামায পড়া বন্ধ করে দিলো)। অতঃপর ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বললো। তিনি বললেন: আমি জানতাম যে, শয়তান তোমাকে সারারাত নামায পড়তে দিবে না এবং তোমাকে তোমার সম্পদের সন্ধান জানিয়ে দিবে, যাতে তুমি নামায ছেড়ে দাও। **(আল খাইরাতুল হিসান, ৭১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে এটা প্রকাশ হলো যে, ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নির্দেশ অনুযায়ী সেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নফল নামায পড়েছিলো এবং তার কাজ হয়ে গেলো। এটা মনে রাখবেন! যখন কোন দুনিয়াবী কাজের জন্যে কোন অযিফা পড়বে, তবে তাতে সাওয়াবের নিয়্যত করাও উচিত, যেমন; উপার্জনে বরকত, রোগ থেকে আরোগ্য, ঋণ আদায়, সন্তান হওয়া বা বিয়ের সম্বন্ধ ইত্যাদির জন্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করুন বা কোন অযিফা আদায় করুন তবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়্যত অবশ্যই করুন, আল্লাহ পাক চাইলে কাজও হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সালাতুল হাজত ইত্যাদি আদায়েও সাওয়াবের নিয়্যত করা উচিত।

নামাযের রাকাতের সংখ্যা ভুলে গেলে কি করবে?

"বাহারে শরীয়তে" রয়েছে: যার রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়, যেমন; তিন রাকাত হয়েছে নাকি চার রাকাত আর বালিগ হওয়ার (অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার) পর এটা যদি প্রথম ঘটনা হয় তবে সালাম ফিরিয়ে বা এমন কোন নামাযের পরিপন্থি কাজ করে নামায ভঙ্গ করে দিবে বা মনের প্রবল ধারণা অনুযায়ী পড়ে নিবে কিন্তু সর্বাবস্থায় এই নামায আবারো নতুনভাবে পড়ে নিবে। শুধুমাত্র ভঙ্গের নিয়্যত যথেষ্ট নয় (অর্থাৎ নামায ভঙ্গের কাজ করতে হবে) আর যদি এই সন্দেহ প্রথমবার নয় বরং এর পূর্বেও হয়েছে, তবে প্রবল ধারণা যেদিকে হবে, তাই আমল করবে, অন্যথায় কমের দিকটা গ্রহণ করবে অর্থাৎ তিন এবং চার রাকাতে সন্দেহ হলে তিন রাকাতকে প্রাধান্য দিবে, দুই এবং তিন রাকাতে সন্দেহ হলে দুই

www.dawateislami.net

রাকাতকে, وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ (অর্থাৎ এমনই ভাবে) এবং তৃতীয় ও চতুর্থ উভয় রাকাতেই কা'দা করবে যে, তৃতীয় রাকাতটাই চতুর্থ রাকাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং চতুর্থ রাকাতের বৈঠকের পর সিজদা সাহু করে সালাম ফিরিয়ে নিবে এবং প্রবল ধারণাকে প্রাধান্য দেয়া অবস্থায় সিজদা সাহু দিবে না কিন্তু চিন্তা করার কারণে কিছুক্ষণ সময় এক রুকনের মাঝে (অর্থাৎ তিন বার سُبْحَانَ الله বলা সময় পর্যন্ত) অপেক্ষা করেছে তবে এর জন্য সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়ে গেলো। নামায সম্পন্ন করার পর সন্দেহ হলে এর কোন ভিত্তি নেই এবং নামাযের পর নিশ্চিত হলো যে, কোন ফরয রয়ে গেছে কিন্তু এতে সন্দেহ যে, তা কোনটা, তবে পূনরায় পড়া ফরয।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সে ইন্টারনেটের বিরূপ ব্যবহার করতো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযু, গোসল, এবং নামাযের মাসআলা শিখার প্রেরণা পেতে, নিজের মাঝে খোদাভীতি বৃদ্ধি করতে, গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং নিজেকে জান্নাতের পথে পরিচালনার মানসিকতা সৃষ্টি করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। উৎসাহের জন্যে একটি মাদানী বাহার শুনুন: যেমন; করাচির এলাকা আওরঙ্গি টাউনের অধিবাসী এক ইসলামী ভাই রাত-দিন গুনাহে লিপ্ত থাকতো, স্লোকার, ক্রিকেট ইত্যাদিতে জুয়া খেলতো, অসৎ বন্ধুদের সাথে মিলে সিনেমা দেখতো এবং নিজের কম্পিউটারে অশ্লীল ছবি দেখতো। বর্ণনা প্রদানের প্রায় চার পাঁচ বছর পূর্বের কথা যে, একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করছিলো এবং বিভিন্ন ওয়েব

www.dawateislami.net

সাইট খুলে রেখেছিলো, হঠাৎ একটি বয়ান অনলাইন হলো। সে পরবর্তী পেইজে চলে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু বয়ানকারীর বলার ধরন তার হাতকে থমকে দিলো, সে বয়ান শুনতে লাগলো, মুবাল্লিগ খোদাভীতি প্রদর্শন করছিলো। বয়ান শুনতে শুনতে সেও নিজের গুনাহকে স্মরণ করে লজ্জিত হতে লাগলো, সে এই বয়ান শুনে প্রভাবিত হলো। আরো জানতে পারলো যে, এটা দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সাহারায়ে মদীনা টোল প্লাজা করাচিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। সেই ইজতিমায় সাহারায়ে মদীনা টোল প্লাজা করাচিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই ইজতিমায় গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ হওয়ার পর গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, এভাবেই তার তাওবা করার সুযোগও হয়ে গেলো। তাছাড়াও সে দা'ওয়াতে ইসলামীর অসংখ্য বরকত দেখলো, যেমন; একবার সে স্বপ্নে দেখলো যে, মসজিদে নববী শরীফে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা লাগানো হয়েছে এবং ইসলামী ভাইয়েরা কুরআনে পাক পড়ছে। একবার দেখলো যে, মসজিদে নববী শরীফে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী বয়ান করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এলাকা পর্যায়ে আমল সংশোধনের যিম্মাদারীও পেলো এবং প্রায় এগারো মাস অটলতার সহিত প্রতি মাসে কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্যও নসীব হলো।

তেরা শোকর মাওলা দিয়া মাদানী মাহোল,
না ছুটে কভি ভি খোদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়ে, তখন বিদায় হওয়া ব্যক্তির ন্যায় এই ধারণা রেখে নামায পড়ো যে, এখন আর কখনো দ্বিতীয়বার নামায পড়তে পারবে না। **(জামেয়ে সগীর, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১৬)**

নামাযের সময় নিজের প্রত্যেক কিছুকে বিদায় বলুন!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো, যে নিজের নফসকে ত্যাগ করেছে, নিজের আকাংখাকে পরিত্যাগ করেছে এবং নিজের জীবনকে বিদায় দিয়ে আপন প্রতিপালকের নিকট যাচ্ছে। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/২০৫)**

হযরত বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি তুমি চাও যে, তোমার নামায তোমাকে উপকৃত করুক, তবে (নামায শুরু করার পূর্বে) এরূপ বলো: সম্ভবত আমি এই নামাযের পর দ্বিতীয়বার নামায পড়তে পারবো না। **(কসরুল আমল মাআ মাওসুআতি লিইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৩২৮, হাদীস ১০৪)**

এটা আমার জীবনের শেষ নামায

নামাযের সময় মৃত্যুকে স্মরণ করুন এবং এই মানসিকতা সৃষ্টি করুন যে, এটা আমার জীবনের শেষ নামায। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজের নামাযে মৃত্যুকে স্মরণ করো, কেননা যখন কোন ব্যক্তি নিজের নামাযে মৃত্যুকে স্মরণ করে, তখন সে অবশ্যই উত্তমভাবে নামায পড়বে এবং সেই ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো, যার আশা নেই যে, সে আবার নামায আদায় করতে পারবে।" **(কানযুল উম্মাল, ৭/২১২, হাদীস ২০০৭৫)**

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাদানী চ্যানেল বাংলা
দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net